প্রাক-কথন

ডেটলাইন ৭ মার্চ, ১৯৭১: সিবিজিআর-এর চোখে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ

সত্তর এর নির্বাচনে তৎকালীন সমগ্র পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত গণভোটে বিজয়ী মেজরিটি পার্টি হিসাবে আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের দাবিদার হয়েছিল। কিন্তু তদানীন্তন সরকার পশ্চিম পাকিস্তানি কিছু রাজনৈতিক নেতা এবং সামরিক কুচক্রীদের মন্ত্রণায় আওয়ামী লীগের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-কে সরকার গঠনের জন্য আমন্ত্রণ না জানিয়ে নানা টাল-বাহানা করছিল। নানা বাহানায় সময় ক্ষেপন করছিল আর নিরস্ত্র বাঙালিদের হত্যা করার উদ্দেশ্যে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য এবং অস্ত্র পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশে) আমদানি করছিল।

এমন পরিস্থিতিতে সারা বাংলার গণমানুষের প্রাণের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অসীম ধৈর্য্য আর প্রজ্ঞা নিয়ে ধাপে ধাপে ইতিহাসের পথে পা ফেলেছিলেন। মার্চ '৭১ এর ৭ তারিখ তিনি তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় দেওয়া ভাষণে জনগণকে যে দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন, জনগণকে যেভাবে একতাবদ্ধ করেছিলেন, উদ্বেলিত করেছিলেন, তা মানব জাতির সমগ্র ইতিহাসে বিরল। এমন ঘটনা এই জাতির ইতিহাসে ওই একটিবারই ঘটেছিল।

আমাদের এই লেখা হলো বঙ্গবন্ধুর সেই ভাষণের বিশুদ্ধতা রক্ষা, এবং সেটার প্রতি আমাদের এবং ইতিহাসের দায়বদ্ধতা প্রসঙ্গে।

আমরা জানি সম্প্রতি ইউনেস্কো এই ভাষণকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ এর অংশ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাই এই ভাষণ এখন আনুষ্ঠানিকভাবে পুরো মানব জাতির সম্পদ। একইসাথে এখন এই ভাষণ আমাদের পবিত্র সংবিধানের অংশও বটে।

Center for Bangladesh Genocide Research (CBGR) অনেকদিন ধরেই এই ভাষণের যথাযথ লিখিতরূপ তৈরি করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। ২০০৮ সালে আমরা বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত 'চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর' এর সাদাকালো ভিডিও থেকে প্রথম লেখ্যরূপ তৈরি করি যেটা আমাদের ওয়েবসাইটে

বিদ্যমান (www.cbgr1971.org)।

পরবর্তীতে আমাদের চলমান প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে আমরা বিভিন্ন বেসরকারি মাধ্যম ছাড়াও সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত এই ভাষণের লিখিতরূপ, অডিও এবং ভিডিও জোগাড় করেছি। সেগুলো একে অপরের সাথে মিলাতে গিয়ে বেশ কিছু অসঙ্গতি আমাদের চোখে পড়েছে।

আমাদের প্রাথমিক প্রয়াস ছিল সব মাধ্যম থেকে প্রাপ্ত অডিও এবং ভিডিও পর্যবেক্ষণ করে এই ভাষণের যথাসম্ভব সবটুকু এবং সঠিক লিখিতরূপ তৈরি করা। আমরা শেষ পর্যন্ত নিম্নের মাধ্যমগুলো থেকে প্রাপ্ত অডিও এবং ভিডিও থেকে এই ঐতিহাসিক ভাষণের লেখ্য রূপ তৈরি করার চেষ্টা করি।

১. বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত 'চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর'- এর ভিডিও।

২. বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত 'বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ' এর সাদাকালো ভিডিও।

৩. আইসিটি অধিদপ্তর (রঙিন) এর ভিডিও। (দুই এবং তিনে মূলত একই দৈর্ঘ্যের ভাষণ রয়েছে। শুধু একটি সাদাকালো এবং অপরটি রঙিন।)

৪. এছাড়াও আমরা বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত 'বাংলাদেশ বেতার' থেকে একটা অডিওরূপ জোগাড় করতে সক্ষম হই।

এই চার মাধ্যম থেকে প্রাপ্ত চারটি লিখিতরূপ আমরা স্প্রেডশিটে প্রতিটি বাক্য আলাদা আলাদাভাবে পাশাপাশি বসিয়ে লিপিবদ্ধ করি। প্রতিটি অডিও এবং ভিডিও রেকর্ডিং বারবার শুনে ও প্রয়োজনে উচ্চারিত শব্দের সাথে বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠ ও ঠোঁট মেলানো পর্যবেক্ষণ করে আমরা এই ভাষণের একটি পূর্ণাঙ্গরূপ তৈরি করার চেষ্টা করেছি। যে শব্দগুলো নিয়ে সংশয় বোধ করেছি সেগুলো নিয়ে নিজেদের ভিতর আলোচনা করে যে শব্দটি আমাদের কাছে সঠিক মনে হয়েছে, আমরা সেই শব্দটিই ব্যবহার করেছি।

আমাদের জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল আমরা ভাষণের ভাষাগত কী রূপ দিবো। আমরা কি প্রমিত উচ্চারণ ব্যবহার করবো নাকি বঙ্গবন্ধু ঠিক যেভাবে প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করেছেন সেভাবেই রাখবো? পরিশেষে আমরা বঙ্গবন্ধু ঠিক যেভাবে উচ্চারণ করেছেন, আমরা প্রতিটি শব্দ সেভাবে কিংবা সর্বোচ্চ কাছাকাছি লিখিতরূপ

দেবার চেষ্টা করেছি। এভাবে আমাদের পক্ষে যতটুকু সম্ভব একটি শুদ্ধ প্রতিলিপি দাঁড় করানোর চেষ্টা আমরা করেছি এই ঐতিহাসিক দলিলের।

সমস্যা শুরু হয় তারপরে। আমরা আমাদের তৈরি করা এই ভাষণের লিখিত রূপের সঙ্গে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত এই ভাষণের লিখিতরূপ মিলাতে গিয়ে আমরা ভীষণ বিব্রত হই। এর মধ্যে এমন কি আমাদের পবিত্র সংবিধানে যুক্ত করা সংস্করণও রয়েছে! প্রায় প্রতিটি মাধ্যমেই আমরা বিভিন্ন রূপ দেখতে পাই এই অমূল্য ভাষণের। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে এই ভাষণের কোনও একক অফিসিয়াল বা সরকারি সংস্করণ নেই। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মাধ্যমে ৭ মার্চের ভাষণের কথাগুলো এসেছে ঠিকই, কিন্তু সেই প্রকাশনাগুলো সামনে নিয়ে বসলে খুব সহজেই তাদের মধ্যে বেশ কিছু তফাৎ চোখে পড়ে। এর একটা বড় কারণ হলো সরকারিভাবে এই ভাষণের কথাগুলো সংরক্ষণ না করা।

আমরা যখন বিভিন্ন মাধ্যম থেকে প্রাপ্ত এই ঐতিহাসিক ভাষণের বাক্যগুলো একে অপরের সাথে মিলিয়ে দেখেছি, তখন অনেকগুলো অসামঞ্জস্যতা এবং অসঙ্গতি আমরা এর মধ্যে পেয়েছি। এই সব অসঙ্গতির মধ্যে কিছু ছিল ভাষাগত, কিছু উচ্চারণগত, এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে এক বা একাধিক বাক্য ছিল সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। অনেক ক্ষেত্রে এমনও দেখা গিয়েছে যে, ভাষণে এমন কিছু শব্দ যুক্ত হয়েছে যা বঙ্গবন্ধু একেবারেই উচ্চারণ করেন নাই।

BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

কয়েকটা উদাহরণ এখানে দিলে বুঝতে সুবিধা হবে।

তিনি বলেছিলেন 'আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন।'

কিন্তু সরকার কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনায় লেখা হয়েছে– 'আপনারা সকলে জানেন এবং বোঝেন।'

তিনি বলেছিলেন, 'বাংলার মানুষ তার আত্মঅধিকার চায়।'

কিন্তু সরকার কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনায় লেখা হয়েছে,'বাংলার মানুষ অধিকার বা তার অধিকার চায়।'

তিনি বলেছিলেন, 'প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে।'

কিন্তু সরকার কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনায় লেখা হয়েছে হয়েছে- 'মার্চ মাসে প্রথম সপ্তাহে সভা হবে।'

তিনি বলেছিলেন, 'রিকশা ঘোড়াগাড়ি চলবে, রেল চলবে, সব চলবে, লঞ্চ

চলবে।'

কিন্তু সরকার কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনায় লেখা হয়েছে হয়েছে- 'রিকশা গরুর গাড়ি, রেল চলবে, সব চলবে, লঞ্চ চলবে।'

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধান সর্বশেষ সংশোধন হয় ২০১১ সালের অক্টোবর মাসে। সংবিধানের পঞ্চম তফসিল এর ১৫০(২) অনুচ্ছেদে '১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তারিখে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেওয়া ঐতিহাসিক ভাষণ' অংশটি যুক্ত করা হয়। সেই প্রতিলিপিতেও আমরা বেশ কিছু অসঙ্গতি লক্ষ্য করি।

আমরা মনে করি, এই গুরুত্বপূর্ণ ভাষণটি যখন আমাদের সংবিধানে যুক্ত হয়েছিল তখন এটি নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণা হওয়া জরুরি ছিল। আমাদের গৌরবময় ইতিহাস সংরক্ষণে এবং সংবিধানের মতো এমন গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমে ভাষণটির একটি নির্ভুল রূপ থাকা জরুরি।

সেই উপলব্ধি থেকে আমরা এই ভাষণের একটি যথাসম্ভব শুদ্ধ প্রতিলিপি তৈরি করার উদ্যোগ নিই, যাতে করে একটি নির্ভুল সম্পূর্ণ ভাষণ সবার সামনে তুলে ধরা যায়। আশা করি ভবিষ্যতে এটি নিয়ে যে বা যারা কাজ করবেন তাদের জন্য এটি সহায়ক হবে। কাজটি আমরা গ্রহণ করি ব্যক্তিগত এবং জাতীয় দায়বদ্ধতা থেকে এবং শুরু করি একটি গবেষণামূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে।

এখানে আমাদের এই গবেষণার কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে চাই–

আমাদের প্রতিলিপি তৈরি করতে আমরা বিভিন্ন মাধ্যম থেকে প্রাপ্ত অডিও, ভিডিও এবং প্রকাশিত লেখার সাহায্য নিয়েছি। এছাড়াও ২০১৮ সাল পর্যন্ত সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত সকল প্রকাশনা যেখানে ৭ মার্চের ভাষণ রয়েছে সেগুলোকেও আমরা সংগ্রহ করেছি ও গবেষণায় সংযুক্ত করেছি।

আমরা স্বাধীনভাবে নিজেদের প্রাথমিক খসড়া তৈরি করেছি এবং তারপর নিজেদের ভিতর আলোচনা করে সর্বশেষ রূপ তৈরি করেছি।

বঙ্গবন্ধুর উচ্চারণ এবং বাচনভঙ্গি যতটুকু উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে তা লিপিবদ্ধ করেছি। এবং ঠিক সেভাবেই ভাষণের লেখ্যরূপে রাখার চেষ্টা করেছি।

আমরা বুকে হাত রেখে বলতে পারবো না যে আমাদের করা এই কাজটাই বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের ওপর করা একদম সঠিক লিখিতরূপ। তবে আমরা নির্দ্বিধায়

বলতে পারবো যে আজ পর্যন্ত এই ঐতিহাসিক ভাষণের উপরে যত কাজ হয়েছে, তার মধ্যে এটা সব চাইতে বিস্তারিত এবং গবেষণাপ্রসূত।

আমরা আশা করি ভবিষ্যতে এটা নিয়ে আরো অনেকে কাজ করবেন এবং তখন আমাদের এই প্রচেষ্টাটুকু তাদের কাজে লাগবে। আমাদের এই প্রচেষ্টায় বিভিন্ন গুণীজন বিভিন্নভাবে সহায়তা করে শরিক হয়েছেন। ড. সালমিন সুলতানা, শাহরিয়ার মামুন, ড. মেহরাজ জাহান, ড. হাবিবুল হক খোন্দকার, হাসান মাহমুদ, মেহদি সাত্তার, ড. ফারুক শামসুজ্জামান, মাসুদা আক্তার, সুকোমল মোদক, আফসানা ইসলাম, কামরুল আহসান এবং রাজিবুল বারী পলাশ। এদের কাছে আমাদের অনেক কৃতজ্ঞতা।

জয় বাংলা।

মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান জালাল, রায়হান জামিল এবং বিদ্যুৎ দে।

cbgr1971.org,

ডালাস, যুক্তরাষ্ট্র।

CENTER FOR
BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH